হাজরে আসওয়াদ

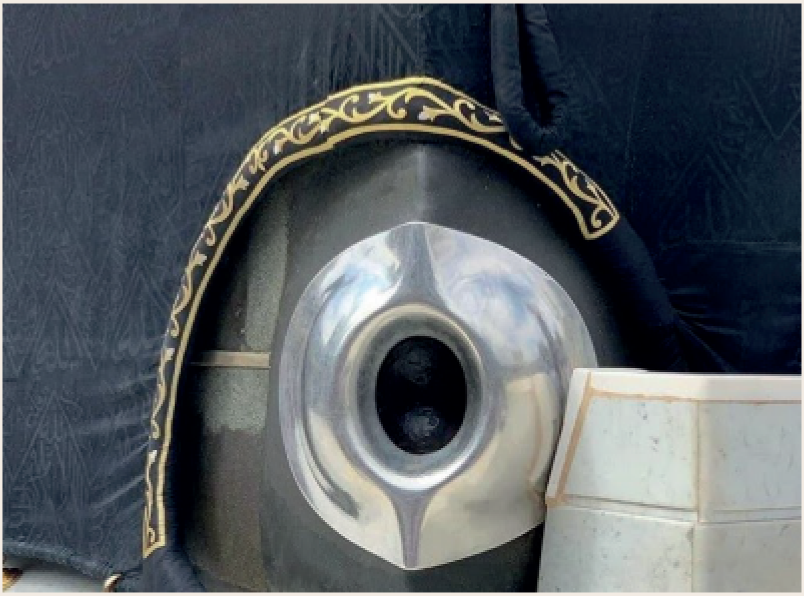

এটি একটি কালো পাথর। এর নাম হাজরে আসওয়াদ। আদম আলাইহিস সালাম জান্নাত থেকে এ পাথরটি নিয়ে আসেন। তখন এটা দুধের চেয়েও বেশি সাদা ছিল। কিন্তু মানুষের গুনাহের কারণে কালো হয়ে গিয়েছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার গায়ে নিজ হাতে পাথরটি লাগিয়েছিলেন।

হজ বা ওমরাহ করতে গেলে, কাবাঘর তাওয়াফ করতে হয়। তখন এই পাথরে চুমু দিতে হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুমু দিয়েছেন। তাই সুযোগ পেলে আমরাও চুমু দেবো। এতে গুনাহ মাফ হয়।

মীঝাবে রহমাত

কাবা শরীফেও বৃষ্টি হয়। রহমতের বৃষ্টি। কাবার ছাদে পানি জমে। সেই পানি গড়িয়ে পড়ে। যেখান দিয়ে পানি পড়ে তাকে বলে ‘মীঝাবে রহমাত’। এটা স্বর্ণ দিয়ে বানানো। কাবাঘরের উত্তর পাশে ওপরে লাগানো আছে এটা। এই ‘মীঝাবে রহমাত’ কাবাঘরে প্রথমে লাগিয়েছিলেন আবদুল্লাহ বিন জুবায়ির রদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ছিলেন নবীজির ﷺ একজন সাহাবি এবং মুসলিম জাহানের সপ্তম খলিফা।

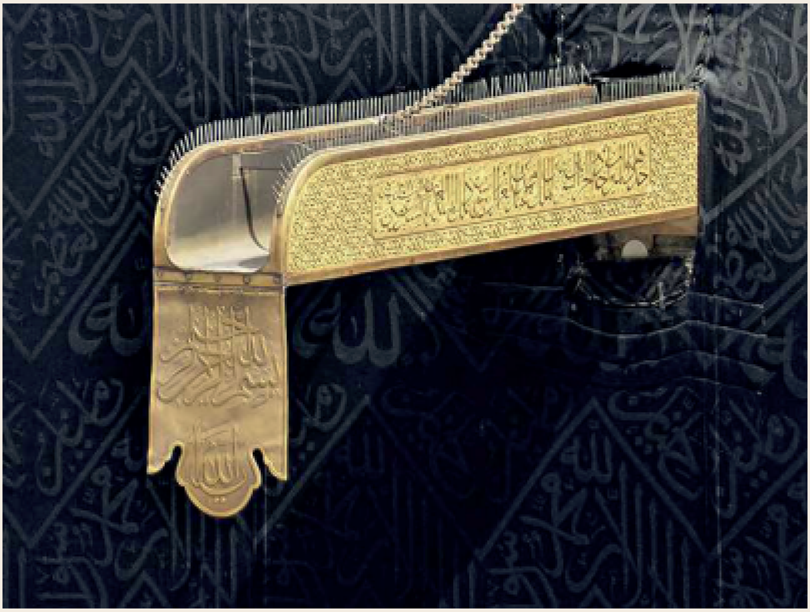

নবীজির বয়স তখন ৪০ বছর। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে ওহী নিয়ে এলেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর ফেরেশতা।

সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাজিল হলো। ওহীর প্রথম কথা হলো ইকরা। ইকরা মানে, ‘পড়ো’। আমরা মুসলিম। আমাদেরকে অনেক বেশি পড়তে হবে। কুরআন-হাদিস ও দরকারি ইলম শিখতে হবে।

মদিনায় হিজরত

বিশ্বনবীর ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় চলে যাওয়াকে হিজরত বলে। তিনি মদিনায় এলে সবার কী যে আনন্দ! শিশুরা খুশিতে মেতে ওঠে। প্রিয় নবীজিকে স্বাগত জানিয়ে গান গাইতে শুরু করে। তারা গেয়ে ওঠে, তলাআল বাদরু আলাইনা...

মুসলিমদের ইবাদাতের জন্য মসজিদ দরকার। প্রিয়নবী ﷺ মদিনায় একটি মসজিদ বানালেন। সেই মসজিদের নাম ‘মসজিদে নববী।’ এখানে তিনি নামাজ পড়াতেন। মানুষকে ইসলাম শেখাতেন। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন।

এখানে নামাজ পড়লে এক হাজার গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।

আল আকসা মসজিদ

ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেম। আল আকসা মসজিদ সেখানে অবস্থিত। এটি বানিয়েছিলেন নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম। আল কুরআনেও এ মসজিদের কথা বলা আছে।

মিরাজের সময় মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদুল হারাম থেকে আল-আকসা মসজিদে আসেন। সেখানে সকল নবীকে উপস্থিত করা হয়। আমাদের প্রিয় নবীজি তাঁদের নামাজে ইমামতি করেন। এখানে নামাজ পড়লে ৫০০ গুণ বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়।

আয়া সোফিয়া মসজিদ

মুসলিমরা কুসতুনতুনিয়া বিজয় করার আগের কথা। পৃথিবীর সব থেকে বড়ো গির্জা ছিল এই শহরে। নাম ছিল আয়া সোফিয়া। এটা নিয়ে খ্রিষ্টানদের অনেক দম্ভ আর অহংকার ছিল।

এরপর সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ এই শহর বিজয় করলেন। আয়া সোফিয়ায় তখন ছবি ও মূর্তি ছিল। শির্কের আস্তানা। আল্লাহর অবাধ্যতা করা হতো সেখানে। তাই অনেকে সুলতানকে পরামর্শ দিলেন এই গির্জা ভেঙে ফেলতে। কিন্তু জ্ঞানী সুলতান গির্জাটি ভাঙলেন না। বিজয়ের পর ছবি ও মূর্তিগুলো সরিয়ে দিয়ে তিনি এটিকে মসজিদ হিসেবে ঘোষণা দিলেন।

আল কুরআন পার্ক

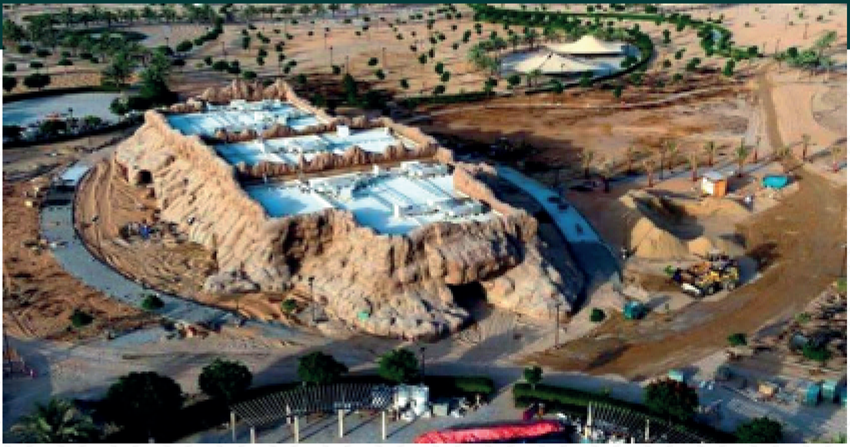

‘কুরআনিক পার্ক’ নামে দুবাইতে একটি পার্ক বানানো হয়েছে। ৬০ হেক্টর জায়গা জুড়ে। পার্কটি ভীষণ সুন্দর। পার্কের মাধ্যমে দর্শনার্থীরা কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। এ পার্কে প্রবেশ করতে কোনো টাকা লাগে না।

পার্কে ঢোকার প্রধান দরজা

আল হামরা প্রাসাদ

পাহাড়ের ওপর কী সুন্দর দালান-কোঠা। সবুজে ঘেরা লাল প্রাসাদ। নাম তার আল-হামরা প্রাসাদ। এটি স্পেনের গ্রানাদা শহরে অবস্থিত। একসময় মুসলিমরা স্পেন শাসন করেছে। তখন এ-দেশের নাম ছিল আন্দালুসিয়া।

আন্দালুসিয়া বিজয় করেছিলেন মুসলিম বীর সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ।

উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়

UMM AL-QURA UNIVERSITY

মক্কা শহরের আরেক নাম হলো উম্মুল কুরা। এ-শহরেই অবস্থিত উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়। এটা প্রথমে ছিল শরীয়াহ কলেজ। ১৯৮১ সালে এটাকে বিশ্ববিদ্যালয় বানানো হয়। এখানে অনেককিছু পড়ানো হয়। কুরআন, হাদিস, ফিকহ, আরবি ভাষা, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদি।

সারা বিশ্ব থেকে অনেক ছাত্র এখানে পড়তে আসে। বাংলাদেশের অনেক ছাত্রও এখানে পড়ে। বড়ো হলে আমরাও সেখানে পড়তে যাবো ইনশাআল্লাহ। এখানে পড়তে গেলে অনেক বেশি ওমরাহ করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬১ সালে মদীনায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলো। নাম দেয়া হলো ‘ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়’। মদীনায় অবস্থিত হওয়ার কারণে একে সবাই ‘মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়’ নামেই চেনে।

দূর থেকে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট

ছাত্ররা এখানে কুরআন, হাদিস, দাওয়াহ, আরবি ভাষাসহ নানান বিষয়ে পড়তে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি ছাত্রদের পড়াশোনা, থাকা-খাওয়া এবং চিকিৎসার সকল খরচ বহন করে। এখানে অনেক বড়ো একটি লাইব্রেরি আছে। সে-লাইব্রেরিতে অনেক বই আছে।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ভবন

দুনিয়ার বহু দেশ থেকে মুসলিম ছাত্ররা এখানে পড়তে আসে। পড়াশোনা শেষ করে আবার দেশে ফিরে যায়। ইসলাম প্রচারের করে। মানুষকে ইসলামের জ্ঞান শেখায়।

কুরআনে উল্লেখিত গাছ ও ফল

نَخْلَةٌ (নাখলাতুন)
Date-Palm—খেজুর গাছ
(সূরা আল-আনআম : ৯৯)

زَيْتُوْنٌ (যাইতুনুন)
Olive—জলপাই
(সূরা আল-আনআম : ১৪১)

طَلْحٌ (তলহুন)
Banana bunch
কলার কাঁদি
(সূরা আল-ওয়াকিয়া : ২৯)

عِنَبٌ (ইনাবুন)
Grape—আঙুর
(সূরা বানী ইসরাইল : ৯১)

سَفِينَةٌ (সাফীনাতুন)
Ship—জাহাজ
(সূরা আনকাবূত : ১৫)

جَبَلٌ (জাবালুন)
Mountain—পাহাড়
(সূরা আল-বাকারাহ : ২৬০)

حَجَرٌ (হাজারুন)
Stone—পাথর
(সূরা আল-বাকারাহ : ৬০)

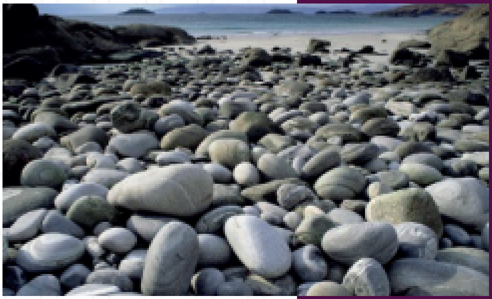

أَسْوَدُ (আসওয়াদ)
Black—কালো
(সূরাতুল বাকারাহ : ১৮৭)

⬛

أَحْمَرُ (আহমার)
Red—লাল
(সূরা ফাতির - ২৭)

🟥

أَصْفَرُ (আসফার)
Yellow—হলুদ
(সূরা আয-যুমার : ৫১)

🟨

أَخْضَرُ (আখদার)
Green—সবুজ
(সূরা ইয়াসীন : ৮০)

🟩

أَزْرَقُ (আযরাক)
Blue—নীল
(সূরা ত্ব-হা : ১০২)

🟦